আলমডাঙ্গায় নিখোঁজের ৩৬ ঘন্টাপর বৃদ্ধার ভাসমান মরদেহ উদ্ধার

আলমডাঙ্গায় নিখোঁজের ৩৬ ঘন্টাপর ভাসমান অবস্থায় আবুল কালাম (৬৫) নামের এক বৃদ্ধার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৬ টার দিকে উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের সাতকপাট নামক এলাকার জিকে খাল থেকে ভাসমান লাশটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত ওই বৃদ্ধার নাম আবুল কালাম (৬৫)। তিনি পৌর এলাকার কাঁচাবাজার পাড়ার প্রয়াত আব্দুল মজিদের ছেলে।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক নারীকে বাঁচাতে জিকে খালের পানিতে বৃদ্ধা আবুল কালাম ঝাঁপ দেন। তিনি উপস্থিত মানুষের সহযোগীতায় ওই নারীকে উদ্ধার করেন। তবে খালের পানির স্রোতে তিনি ভেসে নিখোঁজ হন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা উদ্ধার অভিযান চালায়। ওই দিন রাতেই খুলনা ফায়ার সার্ভিসের ৬ সদস্য অভিজ্ঞ ডুবুরি দল নিখোঁজ বৃদ্ধাকে উদ্ধারে টানা ২৪ ঘন্টা অভিযান চালায়।

ডাউকি গ্রামের বাসিন্দা হাসেম আলী নামের এক কৃষক জানান, আজ শনিবার সকালে জিকে খালে জাল পাততে আসি। এসময় পানিতে তীব্র দুর্গন্ধ এক ব্যক্তির লাশ ভাসতে দেখে এলাকাবাসী ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা গণত্রাণ কমিটির সদস্য ও ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কর্মীদের সহযোগিতায় খাল থেকে ভাসমান লাশটি উদ্ধার করে। পরে খবর পেয়ে নিহতের স্বজনরা এসে লাশের পরিচয় নিশ্চিত করে।

আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের ষ্টেশন অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, গত বৃহস্পতিবার রাত ১১টা থেকে শুক্রবার রাত ৯ পর্যন্ত মরদেহ উদ্ধার অভিযান চালানো হয়েছে। টানা ১৫ ঘণ্টা পরও নিখোঁজ ব্যক্তির খোঁজ মেলেনি। খালের পানি বেশি থাকা ও পাশে জঙ্গল থাকায় উদ্ধার কাজ কিছুটা ব্যহত হয়েছিল। খালের প্রায় ৩ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, উদ্ধার এলাকা থেকে আরও ১ কিলোমিটার দুর থেকে আজ শনিবার সকালে ওই বৃদ্ধার ভাসমান লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, গত দুদিন নিহত ব্যক্তি খালের পানিতে নিখোঁজ ছিলেন। সকালে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা লাশ উদ্ধার করে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশের সুরতহাল সংগ্রহ করেছে।

তিনি আরও বলেন, সুরতহালের সময় লাশের গায়ে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাইনি। পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ না থাকায় লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

দামুড়হুদার বোয়ালমারি গ্রামে কৃষকের আম গাছ কাটে ফেলার অভিযোগ

দামুড়হুদার নাটুদা ইউনিয়নের বোয়ালমারি গ্রামের কৃষক সোহারাব আলীর জমিতে থাকা আম গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার এ বিষয়ে ভুক্তভোগী মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর নিকট লিখিত অভিযোগ করেছেন।

ভুক্তভোগীর লিখিত অভিযোগ সুত্রে জানাগেছে, মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামের রতন শেখ, নাঈম শেখ ও তৌওমিল শেখের নিকট ২০০৭ সালে কবলা দলিলে ১.০০ একর জমি ক্রয় করে দামুড়হুদা উপজেলার বোয়ালমারি গ্রামের সোহারাব আলী। আর সেই সময় থেকেই তিনি ভোগ দখল করে আছেন। কিন্তু গত পরশু তারা জমিতে প্রবেশ করে আম গাছ কর্তন করে। এছাড়া জমিতে থাকা ঘাসও কেটে নিয়ে গেছে।

এ বিষয়ে ভুক্তভোগী সোহরাব আলীর ছেলে ফারুক হোসেন অভিযোগ করে বলেন আমার বাবা তাদের কাছ থেকে জমি ক্রয় করে। কিন্তু ২০২১ সালে তারা হয়রানি মূলক মামলা করে। বর্তমানে মামলা বিচারাধীন। বর্তমানে ওই জমিতে পুকুর খনন করার চেষ্টা করছে তারা। এ বিষয়ে মেহেরপুর

সেনাবাহিনীর নিকট একটি লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে বলে জানান সোহারাব আলীর ছেলে মোঃ ফারুক।

আলমডাঙ্গা ইসলামী আন্দোলন উপজেলা শাখার গণ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার গণ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেল ৩ টার দিকে আলমডাঙ্গা পুরাতন বাসস্ট্যান্ড (স্বাধীনতা স্তম্ভ ৭১) মোড়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার সভাপতি মাওঃ আকরাম হোসাইন সাইরাফী এর সভাপতিত্বে বিশাল গণ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি মাওঃ জহুরুল ইসলাম আজিজী।

গণসমাবেশে প্রধান অতিথি তার বক্তবে বলেন, পীর সাহেব চরমোনাই ৯ দফা ঘোষণা বাস্তবায়নে তারা জনমত গড়ে তুলবেন। তাদের এজেন্ডার ভিতরে রয়েছে বিগত সরকারের সকল মন্ত্রী-এমপি এবং নেতাকর্মীদের সম্পদের হিসাব নিতে হবে। সকল সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতে হবে। দুর্নীতিগ্রস্থ যে সকল নেতাকর্মীরা রয়েছে তাদের নির্বাচন করার বৈধতা বাতিল করতে হবে। আগামী নির্বাচনে সংখানুপাতিক (পি.আর) পদ্ধততে নির্বাচন দিতে হবে। কেননা পি.আর পদ্ধতি ছাড়া জনগণের রায়ের সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না।তিনি আরও বলেন- দেশ দ্বিতীয়বারের মতো স্বৈরাচার মুক্ত হলেও এখনো কিছু মানুষ স্বৈরাচারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। স্বৈরাচার শাসকের সময় যেরকমভাবে বিভিন্ন হাটবাজার, খাল-বিল, স্টিমারঘাট, লঞ্চঘাট লুটপাট করে খেত, এখন একদল স্বার্থান্বেষী সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। প্রধান বক্তা অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বলেন ভারত এক স্বৈরাচারকে এদেশের মসনদে বসিয়ে দেশের জনগণের উপর যেরকমভাবে অত্যাচারের স্টিম রোলার চালিয়েছিল জনগণ দেরিতে হলেও সেটা

প্রতিহত করেছে। এক্ষেত্রে ভারত চরমভাবে হতাশ হয়েছে। হতাশা থেকে প্রতিশোধ স্বরুপ ভারত আমাদের উপর পানি আগ্রাসন চালিয়েছে। কিন্তু দেশের সর্বস্তরের জনতা যেভাবে বন্যার্তদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মরত প্রত্যেক সদস্য, বাংলাদেশ পুলিশ সদস্য তাদের একদিনের আয় এবং অনেকে বন্যার্তদের সহযোগিতায় গাড়ি ভাড়া ফ্রি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের স্টাফদের এক দিনের আয় দান করেছেন। তেমনিভাবে দেশের মানবিক সংগঠনগুলো নিজেদের সর্বোচ্চ দিয়ে মানবতার পাশে দাঁড়িয়েছেন। জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ মানবতার সাহায্যের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং ভারতের পানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। আমি এই জনতাকে সাধুবাদ জানাই। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো জনতার ঐক্যবদ্ধ হওয়াতে ভারতকে আরো হতাশায় নিমজ্জিত হতে দেখা যাচ্ছে।”

জেলা শ্রমিক আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক মাওঃ সাইফুল ইসলামের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তৃতা করেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আকরাম হোসাইন সাইরাফী, সিনিয়র সহ সভাপতি আমিনুল হক, সেক্রেটারী ডা. ওয়ালিদ হোসেন জোয়ার্দার, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক হোসেন, সদস্য মীর শফিকুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, খাসকররা ইউনিয়নের সভাপতি মাওঃ আব্বাস উদ্দিন, আইলহাস ইউনিয়নের সেক্রেটারী মাও. জাহিদ হাসান, শাখার উপদেষ্টা মাওঃ আব্দুস সুবহান, নাগদাহ ইউনিয়নের সেক্রেটারী আল মামুন রতন, জেহালা ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মুফতি সাজ্জাদুর রহমান, পৌর সেক্রেটারী তানভীরুল হক জোসেফ। সমাবেশ শেষে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন ইসলামী আন্দোলন উপজেলা সদস্য মুফতি সিরাজুল ইসলাম।

সমাবেশে উপস্থিত বক্তারা বলেন, একাত্তরে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও সঠিক নেতৃত্বের অভাবে দেশ যেরকমভাবে দুর্নীতি থেকে মুক্ত হতে পারে নাই। ঠিক বর্তমানেও ২৪-এ এসেও যদি আমরা নেতা নির্বাচনে ভুল করি তাহলে ৭১ পরবর্তী সময়ের যেরকমভাবে ভুলে মাসুল দিয়েছে আমরা এবারও আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সেই ভুলের মাশুল দিতে হবে। আমরা একই ভুল বারবার করব না। এবার দেশপ্রেমিক জনতাকে সাথে নিয়ে দেশকে নিজেরা গুছিয়ে নেব ইনশাআল্লাহ্।

অন্যান্য বক্তারা স্বৈরাচার শেখ হাসিনা সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ড সমালোচনা করেন। শেখ হাসিনা ভারতে বসে ষড়যন্ত্র করছেন। তার শাসনামলে দেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে। আর সেগুলো উদ্ধার করে টাকা পাচারকারী ও দুর্নীতির সাথে জড়িত

ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়। তারা বলেন, অবিলম্বে তার দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে। ৫ আগস্টে যে সমস্ত পুলিশ সদস্য নিরীহ ছাত্র-জনতার ওপরে গুলি করেছিল তাদেরও শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানান বক্তারা। এরপর সংক্ষিপ্ত দোয়ার মাধ্যমে গণ-সমাবেশের কর্মসূচি শেষ হয়।

বিএনপির ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নে মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দলের ৪৬ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে দামুড়হুদার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নে মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল ৪ টার দিকে মদনা মাধ্যমিক বিদ্যালয় চত্তরে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন, ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শফিউল্লাহ। প্রধান বক্তার বক্তব্য দেন, সাধারণ সম্পাদক আজিবর রহমান।

বিএনপি নেতা কাজি আনোয়ারুল হকের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন, থানা কৃষকদলের যুগ্নআহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আক্তার হোসেন, বিএনপি নেতা মামুন রেজা, আশরাফুল হক আনার, আলী আহম্মদ, সিরাজুল ইসলাম, মাসুদ মাস্টার, আবুল কাশেম, মিজানুর রহমান, মুন্তাজ হোসেন, আব্দুর রাজ্জাক, শামসুল আলম মিঠু, বাবলু হক, সেচ্ছাসেবক দলের নেতা তরিকুল ইসলাম সুজন, দর্শনা থানা যুবদলের যুগ্নআহ্বায়ক মনিরুল ইসলাম, যুবদলনেতা উজ্জল, লিটন, আব্দুল্লাহ আল মামুন, জয়নাল, অজিজুল হক, নিশান, ছাত্রদলনেতা ইমাজ উদ্দিন, হাসান আলী, রিফাত আহমেদ, সোহেল, এনামুল প্রমুখ। উপস্থাপনা করেন বাবুল আক্তার ও মাসুদ মাস্টার।

দর্শনা রামাযুস ক্লাবের কমিটি গঠন ছাত্তার সভাপতি মুক্ত সম্পাদক

দর্শনা রামনগর মাথাভাঙ্গা যুব সংঘের দ্বি-বার্ষিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকালে দর্শনা মেমনগর মাঠে অনুষ্ঠিত কমিটি গঠন সভার সভাপতিত্ব করেন রামাযুসের আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ।

আলোচনা করেন, জহির রায়হান, ফারুক আহমেদ, হানিফ মন্ডল, আশরাফুল আলম আসান, মনিরুজ্জামান রুনু, জাহান আলী, হাসান মাস্টার, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

পরে সর্বসম্মতিক্রমে আব্দুছ ছাত্তার সভাপতি ও মোস্তাফিজুর রহমান মুক্তকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৫০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সহ-সভাপতি সুজন আহমেদ, সনজারুল, সহসম্পাদক জুয়েল রানা ও জাকির হোসেন। সার্বিক অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক সবুজ হোসেন।

দর্শনায় কৃষকের আড়াই বিঘা জমির ৯শ ফলন্ত পেপেগাছ কেটে তছরুপ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার পার কৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের মাঠে এক কৃষকের ৯শ ফলন্ত আড়াই বিঘা জমির একটি পেপেক্ষেত ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে তছরুপাত করেছে প্রতিপক্ষরা।

এ ঘটনা নিয়ে দর্শনা থানায় দুপক্ষেই পৃথক দুটি অভিযোগ দায়ের করেছে। পেঁপে ক্ষেতের গাছ কাটার ঘটনা নিয়ে গ্রামে পক্ষদ্বয়ের

মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। যে কোন সময় দুপক্ষের মধ্যে ঘটতে পারে খুনের মত ঘটনা।এ বিষয়ে

পেঁপে চাষি ছয়ঘরিয়া গ্রামের মোলাম মন্ডলের ছেলে দাউদ বলেন আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬ টার দিকে জোর পৃর্বক আমার লীজ নেওয়া জমিতে এসে ফলন্ত পেঁপে গাছ ধারালো হাসুয়া দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে কেটে দেয় একই গ্রামের আব্দুল কাদের ইসমাইল,দলুসহ ৫/৬ জন । আমরা বাধা দিতে গেলে ধারলো হাসুয়া দিয়ে জবাই করবে বলে হুমকি দিয়ে আড়াই বিঘা জমির পেঁপে বাগান কেটে সাবাড় করে নির্বিঘ্নে চলে যায়।পরে কোন উপায়ান্তর না পেয়ে আপনাদের গণমাধ্যম কর্মীদের কাছে জোর দাবি করে বলেন তদন্ত করে দোষিদের আইনের আওতায় নিয়ে আসতে পারি আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।আমার শেষ সম্বল এই বাগান টুকু ছিলো।আমার প্রতি মাসে ১ লক্ষ টাকা করে এই বাগান থেকে আসতো। তাই আমার পরিবার নিয়ে সংসার চলতো।আমি পরিবার নিয়ে বড় সংকটের ভিতরে আছি।আপনারা এর ন্যায় বিচার করে দেবেন বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন গণমাধ্যম কর্মীদের কাছে।

গ্রামবাসি জানায়, ছয়ঘরিয়া গ্রামের মাঠের আড়াই বিঘা জমি নিয়ে গ্রামের রাজু আহমদ ও আব্দুল কাদেরের মধ্যে জমিজমা নিয়ে বিরোধ দীর্ঘদিনের। আজ শুক্রবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকালে রাজু আহমদ থানায় লিখিত অভিযোগ করেন, প্রতিপক্ষ আব্দুল কাদের ও তার লোকজন মাঠের আড়াই বিঘা জমির পেপেক্ষেত প্রকাশ্য দিবালোকে কেটে তছরুপাত করেছে। এ ঘটনায় রাজু আহম্মেদের অার্থিক ৫০ লাখ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

এদিকে, আজ শুক্রবার সকালে প্রতিপক্ষ আব্দুল কাদেরও দর্শনা থানায় এসে লিখিত অভিযোগ করে বলেছেন, তার জমিতে থাকা পেপে গাছ ও লিপিয়ার ঘাস কেটে ক্ষতি করেছে প্রতিপক্ষরা। তারা আব্দুল কাদেরের বাড়িতেও হামলা করে সাংসারিক জিনিসপত্র ক্ষতি করেছে বলে অভিযাগ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার সাহা বলেন, দুপক্ষের দুটি অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দামুড়হুদায় যুবলীগ নেতা জাহিদুলের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

দামুড়হুদায় মারামারির ঘটনায় আহতদের পরিবারের পক্ষ থেকে যুবলীগ নেতা জাহিদুল এর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করলো চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ।

আজ শুক্রবার বেলা ১২টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

জানাগেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল ৫ টার সময় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখত বক্তব্য পেশ করেন দামুড়হুদা উপজেলার সদর খাঁ পাড়া গ্রামের মতলেব আলী’র ছেলে আব্দুর রহিম। সংবাদ সম্মেলনে আব্দুর রহিম বলেন, আমি যুব রেড ক্রিসেন্ট সৌসাইটির দামুড়হুদা উপজেলা যুব প্রধান হওয়ার কারণে বিভিন্ন সময়ে দূর্নিতী ও মাদকের বিরুদ্ধে সভা-সেমিনার করার কারণে ইয়াবা ও ফেন্সী সম্রাট জাহিদুল ইসলাম ইয়াবাসহ ধরা পড়ে। সেখানে মাদক সেবনের কারণে তাকে জেল ও জরিমানা করা হয়। তারা সন্দেহ করে যে, আমি আব্দুর রহিম তাদেরকে ধরিয়ে দিয়েছি। এরই ধারাবাহিকতায় জাহিদুল মেম্বার ও তার ভাই তালেবের নেতৃত্বে আমাকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে তুলে নিয়ে যাবার সময় আমার পিতা মতলেব আলী, ছোট ভাই আব্দুল করিম, বড় ভাই আব্দুর রহমান বাধা দিলে আমাদের সকলকে, রামদা ও দেশি অস্ত্র নিয়ে আমাদেরকে এলোপাতাড়িভাবে কুপায়। এক পর্যায়ে আমার বড় ভাইয়ের মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া সকলে পলিয়ে যাই। পরে এঘটনায় আমার ছোট ভাই আব্দুল করিম বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করে। এরই সুত্র ধরে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের একটি দল যুবলীগ নেতা জাহিদুল মেম্বার কে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সামনে থেকে গ্রেফতার করে দামুড়হুদা মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। তাকে গতকালই চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মানসিক ভারসাম্যহীন নারীকে বাঁচাতে গিয়ে জিকে খালে বৃদ্ধ নিখোঁজ

মানসিক ভারসাম্যহীন এক নারী জিকে খালে আত্নহত্যার উদ্দেশ্যে পানিতে ঝাঁপ দেয়। এসময় তাকে বাঁচাতে গিয়ে পানিতে ডুবে নিখোঁজ হয়েছেন আবুল কালাম (৬৫) নামে এক বৃদ্ধ। তিনি আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার কাঁছারি বাজারপাড়ার আব্দুল মজিদের ছেলে। ভারসাম্যহীন ওই যুবতী সুমি খাতুন (৩২) তিনি পৌর এলাকার গোবিন্দপুর গ্রামের হাসোর আলীর মেয়ে।

ঘটনাটি ঘটে আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর সাদা ব্রিজ এলাকায়।

স্থানীয়রা জানান, ভারসাম্যহীন ওই নারী সুমি খাতুন আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে কালিদাসপুর সাদাব্রিজ থেকে সে অতর্কিত ভাবে জিকে খালের পানিতে আত্নহত্যার উদ্দেশ্যে পানিতে ঝাঁপ দেয়। এসময় পথচারী আব্দুল মজিদ ওই মেয়েকে বাঁচানোর জন্য তিনিও পানিতে ঝাঁপ দেয়। স্থানীয়দের সহযোগীতায় ওই যুবতীকে উদ্ধার করা হয়। তবে খালের পানির স্রোতের নিখোঁজ হন বৃদ্ধ মজিদ। স্থানীয়রা ৯৯৯-এ ফোন দিয়ে আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে জানালে তারা এসে উদ্ধার অভিযান চালায়। প্রতিবেদনটি লেখা পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছিল ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।

প্রত্যক্ষদর্শী শিবলী আহমেদ বলেন, সন্ধ্যার দিকে ওই যুবতী নারী খালের পানিতে ঝাঁপ দিয়ে আত্নহত্যার চেষ্টা করে। তাকে বাঁচানোর জন্য আব্দুল মজিদ নামের এক বৃদ্ধও পানিতে ঝাঁপ দেয়। ওই নারীকে উদ্ধার করা গেলেও স্রোতে ভেসে যায় বৃদ্ধ। তাকে এলাকাবাসী ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা অনুসন্ধান চালালেও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, সন্ধ্যায় খবর পেয়ে আমরা প্রাথমিক

উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করি। খালে প্রচুর পানি থাকায় রাতের আধারে অভিযান চালাতে বেগ পেতে হচ্ছে। তবে খুলনা থেকে ডুবুরী দল পথে রয়েছেন। তারা আসা মাত্রই উদ্ধার কাজ চালানো হবে।
আলমডাঙ্গা থানার ওসি শেখ গণি মিয়া জানান, নিখোঁজ বৃদ্ধকে উদ্ধারে ফায়ার সাভির্সের কর্মীরা অনুসন্ধান চালাচ্ছে। রাত ৯ টা পর্যন্ত নিখোঁজ বৃদ্ধর খোঁজ মেলেনি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর অভিযানে মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে একজন মাদক ব্যবসায়ীকে মাদক সহ গ্রেফতার করে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার সময় চুয়াডাঙ্গা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রনের পরিদর্শক মোঃ নাজমুল হোসেন খান এর নেতৃত্বে ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন সহ , মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়,আলমডাঙ্গা উপজেলাধিন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার এরশাদপুর চাতাল মোড় এলাকার মৃত আব্দুল মান্নান খোকাই শেখের ছেলে মাদক ব্যাবসায়ি শাহাদত হোসেন (৫৫) কে আটক করে।

এ সময় খোকাই শেখের চাতাল মোড়ের নিজ দখলীয় ভিটার সাথে এক কক্ষ বিশিষ্ট দোকান ঘরের মধ্যে রক্ষিত আলমারির মধ্য হতে ৫ লিটার রেকটিফাইড স্পিরিটসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

উক্ত গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে উপ পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় মাদক দ্রব্য আইনে একটা নিয়মিত মামলা দায়ের করেন বলে জানাগেছে। এ বিষয়ে ওসি শেখ গনি মিয়া সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

চুয়াডাঙ্গায় শহীদি মার্চ পালন

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আয়োজনে চুয়াডাঙ্গায় শহীদি মার্চ করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টায় গণঅভ্যুত্থানের এক মাস পূর্ণ হওয়ায় শহীদদের স্মরণে এই শহীদি মার্চ করা হয়।

এসময় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের মেইন গেইট থেকে বের হয়ে শহরের কোর্ট মোড় অভিমূখ হয়ে বড় বাজার চত্বরে সংক্ষিপ্ত মার্চ সমাবেশ করে।

সমাবেশে বক্ত্যারা বলেন, দেশটা ভালো ভাবে গড়তে হবে। কোনো জায়গায় অনিয়ম দূর্নীতি দেখলে রুখে দাঁড়াতে হবে। সাদাকে সাদা কালোকে বলতে হবে। জনগণের আস্তার জায়গা গড়তে হবে। ছাত্র সমাজের প্রতি মানুষের যে আসা আকাঙ্খার পরিবর্তে নিজ নিজ জায়গা থেকে দূর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান। যে সকল সাধারণ শিক্ষার্থী মারা গেছেন। তাদের মৃত্যুর বিচার করতে হবে। এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের দূর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে ওই সব দপ্তর দূর্নীতি সংস্কার করতে হবে। চুয়াডাঙ্গা কৃষকদের ন্যায্য অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রশাসনকে তাদের প্রতি আস্থা ফিরে নিয়ে আসতে হলে নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করতে হবে।

এসময় শহীদি মার্চ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, সাধারণ শিক্ষার্থী রনি বিশ্বাস, সজিবুল ইসলাম, তামান্না, শাওন, রিমন, সাকিব, আব্দুল্লাহ আল কাফি, মাসুম বিল্লাহ, ঝুমুর বিশ্বাস, সুমাইয়া, প্রমুখ।